



সন্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় মাস, পঞ্চবিংশ সংখ্যা, বুধবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, ভাদ্র ১, ইংরিজি ২০২৬, আগস্ট ১৯



নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য- রণধীর

নয়াদিগ্লি: ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা ও দৃঢ়তার কথা পুনরায় তুলে ধরে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান স্পষ্ট করল কেন্দ্রীয় সরকার। একই সঙ্গে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, পাক অধিকৃত কাশ্মীর, তিস্তা নদী এবং ইন্দোনেশিয়ার ভয়াবহ ভূমিকম্প-সহ একাধিক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়েও ভারতের অবস্থান জানাল বিদেশ মন্ত্রক।

মঙ্গলবার বিদেশ মন্ত্রকের দ্বি-সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ভারতের নির্বাচন পরিচালনা ব্যবস্থা বিশ্বজুড়ে তার বিশ্বাসযোগ্যতা ও দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থার কয়েকটি দিকের প্রশংসা করলেও তাঁর মন্তব্য নিয়ে সরাসরি কোনও প্রতিক্রিয়া জানাতে অস্বীকার করেন জয়সওয়াল।

তিনি বলেন, ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা ও দৃঢ়তা বিশ্বজুড়ে সুপ্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা। ট্রাম্প সম্প্রতি আমেরিকায় ভোটার নথিভুক্তিকরণ ও পরিচয়পত্র সংক্রান্ত কঠোর বিধি চালুর পক্ষে সওয়াল করার সময় ভারতের ভোটার পরিচয় যাচাই ব্যবস্থার উল্লেখ করেছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরও ট্রাম্পের বক্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের শূন্য সহনশীলতার নীতি অব্যাহত থাকবে বলে স্পষ্ট করেছে বিদেশ মন্ত্রক। ২০০৮ সালের ২৬/১১ মুম্বই সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনায় পাকিস্তান-ভিত্তিক ছয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে

তাঁদের অনুপস্থিতিতেই বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করার উদ্যোগের প্রেক্ষিতে এই অবস্থান জানানো হয়েছে।

জয়সওয়াল বলেন, ভারত দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহ ক্ষতির শিকার। এই বিপদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদকে পরাস্ত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ ভারত গ্রহণ করবে। তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ভয়াবহতা উপলব্ধি করার আহ্বান জানান।

মুম্বই পুলিশ পলাতক ছয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছে লস্কর-ই-তইবার প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ সইদ, জাকি-উর-রহমান লাখভি, সাজিদ মীর, আবু আলকামা, আসিম ওরফে আবু কাহাফা এবং মেজর আবদুর রহমান পাশা। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ২০২৩-এর ৩৫৬ নম্বর ধারার অধীনে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পলাতক অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতেও বিচারপ্রক্রিয়া চালানোর সুযোগ রয়েছে।

পাকিস্তান-ভিত্তিক এবং আইএসআই-সমর্থিত বলে চিহ্নিত শাহজাদ ভাট্রি সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধেও সরকারের অবস্থান পুনরায় স্পষ্ট করেন জয়সওয়াল। স্বাধীনতা দিবসের আগে দেশের ১৪টি রাজ্যে নিরাপত্তা সংস্থাগুলির সমন্বিত অভিযানের পর এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য সামনে আসে।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বিগ্ন প্রকাশ করেছে ভারত। জয়সওয়াল বলেন, সেখানে সাধারণ মানুষ

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও অন্যান্য মৌলিক পরিষেবার ঘাটতির পাশাপাশি নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ আহত হয়েছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের স্থানীয় জনগণের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও সহতি প্রয়োজন এবং তাঁরা তা পাওয়ার অধিকারী।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের খবরের মধ্যেই বিদেশ মন্ত্রকের এই অবস্থান সামনে এল। মুজফফরাবাদ, রাওয়ালকাট, বোকাহারা এবং মাক্কোল-সহ বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত ইতিবাচক, গঠনমূলক ও ভবিষ্যৎমুখী সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী বলে জানানো হয়েছে। এই সম্পর্ক পারস্পরিক স্বার্থ ও পারস্পরিকতার ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত অনুরোধও ভারতের প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী বিবেচনা করা হচ্ছে বলে জানান জয়সওয়াল। তিনি বলেন, প্রত্যর্পণের বিষয়ে ভারতের অবস্থান বরাবরই একই রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট অনুরোধগুলি প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়ার মধ্যেই পরীক্ষা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ দ্রুত প্রত্যর্পণের অনুরোধ কার্যকর করার জন্য নয়াদিগ্লির কাছে আবেদন

জানিয়েছে। তবে ভারতের অবস্থানে কোনও পরিবর্তন হয়নি বলে বিদেশ মন্ত্রক স্পষ্ট করেছে। তিস্তা নদী এবং অন্যান্য জলসম্পদ সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন এবং বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক আলোচনার কাঠামোর মাধ্যমে আলোচনা চালিয়ে যাবে।

জয়সওয়াল জানান, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মোট ৫৪টি অভিন্ন নদী রয়েছে। তাই জলসম্পদ সংক্রান্ত বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমাধান করতে হবে। তিস্তা নদী প্রকল্প নিয়ে ভারতের অবস্থান আগেই বাংলাদেশকে জানানো হয়েছে বলেও তিনি জানান।

দীর্ঘদিন ধরে তিস্তার জলবন্টন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশ তিস্তার জলের আরও বেশি অংশ দাবি করে আসছে। একই সময়ে চিনের সহযোগিতায় তিস্তা নদী ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প এগিয়ে নেওয়ার বাংলাদেশের উদ্যোগের কারণে বিষয়টি নতুন করে গুরুত্ব পেয়েছে।

বাংলাদেশ অতিরিক্ত ৮,০০০ লিটার জ্বালানি চাওয়ার বিষয়েও জয়সওয়াল জানান, ভারতের নিজস্ব প্রয়োজন, পরিশোধন ক্ষমতা এবং জ্বালানির প্রাপ্যতা বিবেচনা করে প্রস্তাবটি পরীক্ষা করা হচ্ছে।

আফগানিস্তানের ‘বিজয় দিবস’ উপলক্ষে নয়াদিগ্লিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিয়েও অবস্থান স্পষ্ট করেছে বিদেশ মন্ত্রক। জয়সওয়াল বলেন, আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের মূল ভিত্তি হল মানবিক সহায়তা, উন্নয়ন সহযোগিতা

২০ কোটি বৃক্ষরোপণের সংকল্প

কলকাতা: পরিবেশ রক্ষায় আরও বড় পদক্ষেপের পথে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্য সরকার ২০২৭ সালে ২০ কোটি গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। পাশাপাশি ২০২৬ সালের মধ্যেই ১০ কোটি চারা রোপণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। রোপণ করা চারাগুলির অন্তত দু’বছর পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে বলে পরিকল্পনায় জানানো হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মূল দায়িত্বে থাকবে বন দফতর ও পঞ্চায়েত দফতর। রাজ্যজুড়ে বৃহৎ পরিসরে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি একদিনে ৫০ লক্ষ গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রাও নেওয়া হয়েছে।

পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ সুন্দরবন। আগামী অক্টোবর মাস থেকে সুন্দরবনে প্রায় ৩ কোটি ম্যানগ্রোভ গাছ লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। উপকূলীয় পরিবেশ রক্ষা, সবুজ আচ্ছাদন বৃদ্ধি এবং সুন্দরবনের পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

বৃক্ষরোপণ ও চারার পরিচর্যার সঙ্গে কর্মসংস্থানকেও যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। গ্রাম জি রাম জি ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পের

দ্বিতীয় পাতায়

দেশে পাইপবাহিত গ্যাস সংযোগ বৃদ্ধিতে উদ্যোগ

নয়াদিগ্লি: দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী পাইপবাহিত রান্নার গ্যাস পৌঁছে দিতে গৃহস্থালিতে পাইপবাহিত প্রাকৃতিক গ্যাস সংযোগ সম্প্রসারণে উৎসাহ প্রকল্প অনুমোদন করল কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে কার্যকর হতে চলা এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল বর্তমানে নিষ্ক্রিয় থাকা সংযোগগুলিকে দ্রুত সক্রিয় করা এবং নতুন এলাকায় পাইপবাহিত প্রাকৃতিক গ্যাসের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা।

দেশে বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৭৪ লক্ষ গৃহস্থালি পিএনজি সংযোগ রয়েছে। নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন সংস্থাগুলিকে নিষ্ক্রিয় বা বিলহীন সংযোগকে সক্রিয় গ্যাস সংযোগে পরিণত করার পাশাপাশি নতুন এলাকায় নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে উৎসাহ দেওয়া হবে।

পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ করা প্রাকৃতিক গ্যাস সাধারণ গৃহস্থালির জন্য এলপিগিজি সিলিভার ও প্রচলিত রান্নার জ্বালানির তুলনায় নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন এবং সুবিধাজনক বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনের মাধ্যমে কম চাপে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। ফলে সিলিভার সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত ঝুঁকি কমে। গ্যাস বাতাসের তুলনায় হালকা হওয়ায় কোনওভাবে লিক হলে তা দ্রুত ছড়িয়ে যেতে পারে।

পিএনজি ব্যবহারে সিলিভার বুক করা, মজুত করা বা বারবার বদলানোর প্রয়োজন নেই। বাড়িতে সরাসরি নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ পাওয়া যায় এবং বিদ্যুৎ বা জলের মতোই মিটারে যতটা গ্যাস ব্যবহার করা হয়, সেই অনুযায়ী বিল দিতে হয়।

প্রকল্পের নথি অনুযায়ী, পিএনজি ব্যবহারে পরিবারগুলি শুধুমাত্র প্রকৃত ব্যবহারের জন্য অর্থ প্রদান করবে। প্রতি একক শক্তির হিসাবে পিএনজি সাধারণত এলপিগিজির তুলনায় সাশ্রয়ী হওয়ায় দীর্ঘমেয়াদে

পরিবারের মাসিক জ্বালানি খরচও কমতে পারে।

এছাড়া পিএনজি তুলনামূলকভাবে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি হওয়ায় প্রচলিত রান্নার জ্বালানির তুলনায় কম দূষক নির্গত করে। ফলে ঘরের ভিতরের বায়ুর গুণমান উন্নত হওয়ার পাশাপাশি কার্বন গ্রেসরণও কমানো সম্ভব হবে। পাইপলাইনের মাধ্যমে সরাসরি সরবরাহ হওয়ায় সিলিভার পরিবহণ ও সরবরাহ ব্যবস্থার উপর নির্ভরতাও কমবে।

বিশেষ করে বহুতল আবাসন ও ঘনবসতিপূর্ণ শহুরে এলাকায় এই সুবিধা গুরুত্বপূর্ণ।

গৃহস্থালিতে পিএনজি সংযোগ বাড়তে গত কয়েক মাসে কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম বিতরণ নির্দেশ, ২০২৬-এর আওতায় দ্রুত অনুমোদনের কাঠামো এবং নির্দিষ্ট হারে পথ ব্যবহারের খরচ নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে পিএনজি পরিকাঠামো সংক্রান্ত আবেদনগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্রুত নিষ্পত্তির সুযোগ তৈরি হবে।

প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর রাজ্যগুলিকে মূল্য সংযোজন কর ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার জন্যও উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি রাজ্য এই কর কমিয়েছে বলে কেন্দ্র জানিয়েছে।

এছাড়া জাতীয় পিএনজি অভিযান ২.০-এর মাধ্যমে এলপিগিজি সিলিভার সমর্পণের জন্য পোর্টাল, বাড়িতে নোটিস, সচেতনতা শিবির এবং আবাসনগুলিকে এলপিগিজি থেকে পিএনজিতে রূপান্তরের মতো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। নতুন পিএনজি সংযোগের আবেদন ও তার অগ্রগতি সহজে জানার জন্য একটি একক ডিজিটাল পিএনজি নিবন্ধন পোর্টাল তৈরির কাজও চলছে।

প্রকল্পের আওতায় যোগ্য সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন সংস্থাগুলি সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার নির্ধারিত সীমার

দ্বিতীয় পাতায়

কর কাঠামোয় গুরুত্ব গরের

নয়াদিগ্লি: ভারত-মার্কিন বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে অনুমানযোগ্য কর ব্যবস্থা, স্থিতিশীল নিয়ন্ত্রক কাঠামো, মেধাস্বত্বের আরও শক্তিশালী সুরক্ষা এবং রফতানি নিয়ন্ত্রণ ও প্রযুক্তি প্রবাহের ক্ষেত্রে পারস্পরিক আস্থাভিত্তিক সহযোগিতা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর। ২০২৬ সালের আইএসিসি জাতীয় সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গোর বলেন, গত দুই দশকে ভারত ও আমেরিকার পণ্য ও পরিষেবা বাণিজ্য প্রায় ২০০০ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ২৪,০০০ কোটি ডলারেরও বেশি হয়েছে। আগামী দিনে দুই দেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০,০০০ কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়ার অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে বলেও তিনি জানান।

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য অনুযায়ী, ভারত-মার্কিন বাণিজ্যিক সম্পর্কের ভিত্তি হল ‘গভীর ও অটুট আস্থা’। তবে এই সম্পর্কের বিপুল সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে ব্যবসায়িক পরিবেশ সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমাধান করা প্রয়োজন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

গোর বলেন, এমন অনুমানযোগ্য কর ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রয়োজন, যা ব্যবসাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেবে। পাশাপাশি রফতানি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রযুক্তি প্রবাহের ক্ষেত্রে আরও বেশি স্বচ্ছতা ও পারস্পরিক আস্থা তৈরির উপর জোর দেন তিনি।

মেধাস্বত্বের সুরক্ষাকেও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সহযোগিতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি

হিসেবে তুলে ধরেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। তাঁর বক্তব্য, শক্তিশালী মেধাস্বত্ব সুরক্ষা থাকলে উদ্ভাবক ও ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ, নতুন প্রযুক্তি তৈরি এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আরও বেশি আস্থা পাবেন।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্যিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বেসরকারি শিল্প ও ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন গোর। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, প্রযুক্তি, মহাকাশ, প্রতিরক্ষা এবং জ্বালানির মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দুই দেশের

প্রতিরক্ষা এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ক্ষেত্রে সহযোগিতা দ্রুত বাড়ানোর লক্ষ্য রয়েছে বলে জানান গোর।

তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, মার্কিন প্রশাসন ভারতের উপর আস্থা রাখে এবং সম্পর্ককে আরও গভীর করতে শুরু থেকেই উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৌশলগত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দুই দেশের সহযোগিতার গতি বাড়ানোই এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিশ্বের প্রযুক্তি ব্যবস্থায় ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। নয়াদিগ্লিতে আয়োজিত গ্লোবাল এআই সামিটে বিপুল সংখ্যক মার্কিন সংস্থার অংশগ্রহণের উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্ব প্রযুক্তি সহযোগিতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে ভারত ক্রমশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘সংযোগস্থল’ হয়ে উঠছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে শুরু করে সেমিকন্ডাক্টর, মহাকাশ, প্রতিরক্ষা ও জ্বালানি—বিভিন্ন উদীয়মান ও কৌশলগত ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন সহযোগিতা বাড়ার মধ্যেই রাষ্ট্রদূতের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

দুই দেশের বাণিজ্যকে ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০,০০০ কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য সামনে রেখে কর ও নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা, মেধাস্বত্বের সুরক্ষা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে পারস্পরিক আস্থা আরও শক্তিশালী করার উপর মার্কিন পক্ষের এই জোর ভবিষ্যৎ ভারত-মার্কিন বাণিজ্যিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কও জোরদার হবে।



সম্পাদকীয়

একসময় যুদ্ধের শক্তির মাপকাঠি ছিল ট্যাঙ্ক, যুদ্ধবিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, যুদ্ধজাহাজ এবং বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার। আধুনিক যুদ্ধ সেই ধারণাকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে। আজ কয়েক হাজার বা কয়েক লক্ষ টাকার একটি ছোট ড্রোনও এমন একটি সামরিক সম্পদের বিরুদ্ধে হুমকি তৈরি করতে পারে, যার মূল্য তার তুলনায় কয়েকশো বা কয়েক হাজার গুণ বেশি। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে এক নতুন অর্থনীতি—কম খরচে বেশি প্রভাব। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত—সাম্প্রতিক যুদ্ধগুলি দেখিয়ে দিয়েছে, সস্তা ও সহজলভ্য ড্রোন নিছক নজরদারির যন্ত্র নয়। এগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে নজরদারি, লক্ষ্য শনাক্তকরণ, যোগাযোগ এবং আক্রমণ—বিভিন্ন ভূমিকায় ব্যবহৃত হচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি ঘটেছে যুদ্ধের ‘খরচের হিসাব’-এ। কয়েক শো বা হাজার ডলারের একটি ড্রোন যদি বহু গুণ বেশি মূল্যের সামরিক সরঞ্জামকে অচল করে দিতে পারে, তাহলে প্রচলিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অর্থনৈতিক যুক্তিই প্রশ্নের মুখে পড়ে। আবার, অত্যন্ত ব্যয়বহুল আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে অপেক্ষাকৃত সস্তা ড্রোন ধ্বংস করা সামরিকভাবে কার্যকর হলেও দীর্ঘমেয়াদে তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে। প্রতিপক্ষ যদি কম খরচে ধারাবাহিকভাবে ড্রোন পাঠাতে পারে, তবে প্রতিরক্ষাকারীকে প্রতিটি আক্রমণের মোকাবিলায় সমপরিমাণ বা আরও বেশি ব্যয় করতে হলে যুদ্ধ অর্থনীতিতে বিপুল চাপ তৈরি হয়। তবে সস্তা ড্রোনকে ঘিরে অতিরঞ্জনও বিপজ্জনক। একটি ছোট ড্রোন যুদ্ধের গতিপথ একাই বদলে দিতে পারে— এমন ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। ড্রোন কার্যকর হয় একটি বৃহত্তর সামরিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে। গোয়েন্দা তথ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইলেকট্রনিক যুদ্ধ, নজরদারি,

প্রচলিত অস্ত্র এবং প্রশিক্ষিত জনবল—সবকিছুর সঙ্গে সমন্বয় থাকলেই ড্রোন তার প্রকৃত সক্ষমতা দেখাতে পারে। অর্থাৎ ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রশ্রুটি শুধু ‘কার কাছে বেশি ড্রোন’ নয়; বরং কার কাছে ভালো সেন্সর, দ্রুততর তথ্যপ্রবাহ, উন্নত প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং বেশি কার্যকর সমন্বয় রয়েছে—সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। আর একটি বড় শিক্ষা হল, ড্রোন যুদ্ধের যুগে যুদ্ধক্ষেত্র এবং বেসামরিক জীবনের সীমারেখা আরও ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। ছোট আকারের এবং তুলনামূলক সস্তা ড্রোন সহজে বহনযোগ্য হওয়ায় এগুলির অপব্যবহারের আশঙ্কাও বাড়ছে। সামরিক ব্যবহারের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো, বিমানবন্দর, বিদ্যুৎকেন্দ্র, বন্দর কিংবা জনবহুল এলাকায় নিরাপত্তার প্রশ্নও সামনে আসছে। ফলে ড্রোনের বিস্তার শুধু প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিষয় নয়; এটি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও নাগরিক সুরক্ষারও বিষয়। ভারতের জন্য এই পরিবর্তনের তাৎপর্য আরও গভীর। ভারতকে একই সঙ্গে সাশ্রয়ী ড্রোন প্রযুক্তি তৈরি করতে হবে এবং ড্রোন প্রতিরোধের সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। শুধু বিদেশ থেকে অত্যাধুনিক ও ব্যয়বহুল ব্যবস্থা কেনা যথেষ্ট নয়। দেশীয় গবেষণা, স্টার্ট-আপ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, প্রতিরক্ষা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একসঙ্গে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ড্রোন ও কাউন্টার-ড্রোন প্রযুক্তি-পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। বিশেষ করে সেনাবাহিনীকে এমন একটি প্রতিরক্ষা কাঠামোর দিকে যেতে হবে যেখানে সস্তা হুমকির মোকাবিলায় সবসময় ব্যয়বহুল অস্ত্র ব্যবহার করতে না হয়। অর্থাৎ ‘একটি ড্রোনের বিরুদ্ধে একটি দামি ক্ষেপণাস্ত্র’—এই সন্নীকরণ দীর্ঘমেয়াদে টেকসই নয়। প্রতিরোধ ব্যবস্থাকেও একইভাবে স্তরভিত্তিক, সাশ্রয়ী এবং প্রযুক্তিনির্ভর হতে হবে।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশীয় উপকরণেই ভরসা

নয়াদিল্লি: প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা উৎপাদন দফতর (ডিডিপি) ৪০৫টি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী নিয়ে ষষ্ঠ ইতিবাচক দেশীয়করণ তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকাভুক্ত সামগ্রীগুলির সম্ভাব্য ব্যবসায়িক মূল্য প্রায় ৩,০৭০ কোটি টাকা। এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনে দেশীয় শিল্পের অংশগ্রহণ আরও বাড়ানোর পাশাপাশি আমদানিনির্ভরতা কমানোর উদ্যোগ জোরদার হবে। নতুন তালিকায় লাইন রিপ্লেসেবল ইউনিট, বিভিন্ন উপ-ব্যবস্থা, উপ-সমাবেশ, খুচরো যন্ত্রাংশ, উপাদান এবং কাঁচামাল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর ১৬টি এবং প্রতিরক্ষা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির ৩৮৯টি সামগ্রী রয়েছে। তালিকায় বিমান ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা প্ল্যাটফর্মের বিস্তৃত পরিসরের সরঞ্জাম রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার, লাইট ইউটিলিটি হেলিকপ্টার, এসইউ-৩০এমকেআই, লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফট এবং এএল-৩১ এফপি ইঞ্জিন-এর মতো আকাশভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের সামগ্রী। একই সঙ্গে টি-৭২, টি-৯০ এবং বিএমপি-২-এর মতো সাঁজোয়া প্ল্যাটফর্ম, যুদ্ধজাহাজ এবং কনকুর্স-এম, ইনভার ও এমআরএসএএম-এর মতো ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীও তালিকায় রয়েছে। এছাড়াও রাদার, সোনার, ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম, উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা, হাই এক্সপ্লোসিভ অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক গোলাবারুদ-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা ইলেকট্রনিক্স ও সরঞ্জামকে দেশীয়ভাবে উৎপাদনের আওতায় আনা হয়েছে। প্রতিটি সামগ্রীর ক্ষেত্রে দেশীয়করণের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। সফলভাবে দেশীয় প্রযুক্তিতে উন্নয়ন সম্পন্ন হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সামগ্রীগুলি ভারতীয় শিল্প সংস্থার কাছ থেকেই সংগ্রহ করা হবে। প্রতিরক্ষা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী ‘মেক’ পদ্ধতি এবং নিজস্ব উন্নয়ন-সহ বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশীয়করণ করবে। এই

প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং স্টার্ট-আপগুলির অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। সরকারের ‘আত্মনির্ভর ভারত’ কর্মসূচির অধীনে প্রতিরক্ষা উৎপাদনে স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই ষষ্ঠ ইতিবাচক দেশীয়করণ তালিকাকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর ফলে দেশীয় শিল্পে নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ তৈরি হওয়ার পাশাপাশি বিনিয়োগ, গবেষণা ও উদ্ভাবন বৃদ্ধি পাবে এবং বিদেশ থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানির উপর নির্ভরতা আরও কমেবে। প্রতিরক্ষা উৎপাদন দফতর ২০২০ সালের আগস্টে ‘সৃজন’ প্রতিরক্ষা পোর্টাল চালু করেছিল। এই পোর্টালের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং সার্ভিস হেডকোয়ার্টার্স দেশীয় উন্নয়ন ও উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন প্রতিরক্ষা সামগ্রী ভারতীয় শিল্পের কাছে তুলে ধরে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং স্টার্ট-আপগুলিও এই ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত সৃজন পোর্টালের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও সার্ভিস হেডকোয়ার্টার্স ৩৩,০০০-এরও বেশি প্রতিরক্ষা সামগ্রী দেশীয়করণের জন্য শিল্পের কাছে তুলে ধরেছে। এর মধ্যে প্রথম পাঁচটি ইতিবাচক দেশীয়করণ তালিকায় থাকা ৫,০১২টি সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দেশীয়করণের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। গত পাঁচ বছরে ১৫,৭০০-এরও বেশি প্রতিরক্ষা সামগ্রী সফলভাবে দেশীয়করণ করা হয়েছে। এর ফলে আনুমানিক ৯,০০০ কোটি টাকার আমদানি প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি, ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি নিজস্ব উৎপাদন-সহ দেশীয় বিক্রেতাদের কাছ থেকে প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকার সামগ্রী সংগ্রহের বরাত দিয়েছে। নতুন ৪০৫টি সামগ্রীকে দেশীয় উৎপাদনের আওতায় আনার ফলে প্রতিরক্ষা শিল্পের সরবরাহ-শৃঙ্খল আরও বিস্তৃত হওয়ার পাশাপাশি দেশীয় প্রযুক্তি ও উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হবে।

যুদ্ধে অনড় ইজ-হামাস

জেরুজালেম: গাজা যুদ্ধের অবসানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা নিয়ে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে অচলাবস্থা কাটাতে দুই দিনের আলোচনার পর সোমবার জেরুজালেম হাডলেন ট্রাম্পের দূত ও জামাতা জ্যারেড কুশনার। তবে আলোচনায় কোনও বড় অগ্রগতি হয়নি। যুদ্ধ বন্ধ, হামাসের নিরস্ত্রীকরণ এবং গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে দুই পক্ষই নিজেদের অবস্থানে অনড় রয়েছে। কুশনার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে প্রায় চার ঘণ্টা বৈঠক করেন। এর আগের দিন তিনি মিশরে হামাসের রাজনৈতিক নেতা খলিল আল-হাইয়ার সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। মার্কিন উদ্যোগে গাজা যুদ্ধের অবসানের পরিকল্পনাকে ফের আলোচনার টেবিলে আনার লক্ষ্যেই এই বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত হয়। নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠককে কুশনার ‘ভালো’ বলে বর্ণনা করেছেন। হামাসের প্রতিনিধিরাও আলোচনায় ‘সঠিক বিষয়গুলি’ বলেছেন বলে দাবি করেন তিনি। কুশনারের আশা, আগামী ৩০ দিনের মধ্যেই হামাসের অস্ত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। পাশাপাশি আগামী ৬০ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে গাজার সুড়ঙ্গগুলি ভরাট করার কাজও শুরু হতে পারে বলে তিনি জানান। ট্রাম্প গত মাসে জানিয়েছিলেন, তাঁর তথাকথিত ‘বোর্ড অব পিস’-এর প্রস্তাবিত ১৫ দফা রোডম্যাপ অনুযায়ী হামাস ধাপে ধাপে অস্ত্র সমর্পণে সম্মত হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী হামাসের নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের কথা রয়েছে। হামাস জানিয়েছে, তারা রোডম্যাপটিতে সম্মত হলেও এর বাস্তবায়ন নির্ভর করবে

ইসরায়েলের নিজস্ব প্রতিশ্রুতি পূরণের উপর। তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ইসরায়েলি হামলা বন্ধ করা এবং গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার। অন্যদিকে নেতানিয়াহু চলতি মাসেই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে স্পষ্ট করেছেন যে হামাস সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্রীকরণ না করা পর্যন্ত ইসরায়েল গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহার করবে না। কুশনার জানিয়েছেন, তাৎক্ষণিক কোনও হুমকি দেখা দিলে আত্মরক্ষার জন্য ইসরায়েলের অধিকারকে যুক্তরাষ্ট্র সীমাবদ্ধ করবে না। তবে ‘তাৎক্ষণিক হুমকি’ বলতে ঠিক কী বোঝানো হবে, সেটি আরও স্পষ্ট করা প্রয়োজন বলে তিনি জানান। ট্রাম্পের ‘বোর্ড অব পিস’-এর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, হামাসকে হালকা ও ভারী—সব ধরনের অস্ত্র এবং সমস্ত সুড়ঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। একই সঙ্গে হামাস সন্তোাস, হিংসা বা পুনরায় অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করলে ইসরায়েল আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারবে। ওই আধিকারিকের দাবি, হামাস সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ এবং পুনরায় অস্ত্র সংগ্রহ ও সুড়ঙ্গ খোঁড়া-সহ সমস্ত সামরিক কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে ইসরায়েলি এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নেতানিয়াহু বৈঠকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার করা হবে না। ইসরায়েলি বাহিনী নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী অভিযান চালিয়ে যাবে এবং ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের হামলায় অংশ নেওয়া ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যদের লক্ষ্য করেও অভিযান চালানো হবে। গাজার পুনর্গঠন নিয়েও ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে। নেতানিয়াহু ও কুশনার একমত হয়েছেন যে হামাস নিরস্ত্রীকরণ না হওয়া পর্যন্ত গাজার

পুনর্গঠন শুরু হবে না। কুশনার বলেন, গাজা পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা রয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র সেই পরিকল্পনায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে নিরস্ত্রীকরণ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে পুনর্গঠনে অর্থ বিনিয়োগ করা হবে না। তাঁর যুক্তি, পুনর্গঠনের পর সেই পরিকাঠামো ফের সশস্ত্র গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে বা আবার ধ্বংস হয়ে গেলে নতুন করে বিপুল অর্থ ব্যয়ের অর্থ থাকে না। হামাসের পক্ষ থেকে ইসরায়েলকে যুদ্ধবিরতি মেনে চলা এবং গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে। ট্রাম্পের পরিকল্পনা কীভাবে এবং কোন ক্রমে বাস্তবায়িত হবে, তা নিয়েই দুই পক্ষের মধ্যে মূল বিরোধ তৈরি হয়েছে। গাজা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এবং ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, গত অক্টোবর থেকে গাজায় ১,২০০-এর বেশি ফিলিস্তিনি এবং চারজন ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছেন। মার্কিন ও ইসরায়েলি আধিকারিকরা আগেই জানিয়েছিলেন, ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণাধীন গাজার এলাকাগুলিতে অথবা নতুন কোনও ফিলিস্তিনি কারিগরি সরকারের অধীনে পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা যেতে পারে। ‘বোর্ড অব পিস’-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী গাজায় রাইফেলের মতো অস্ত্র নিষিদ্ধ থাকবে। তবে ফিলিস্তিনি আইনের অধীনে কিছু ব্যক্তিগত অস্ত্র রাখার অনুমতি থাকতে পারে। নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক পরিস্থিতিও গাজা নিয়ে আপসের সম্ভাবনাকে জটিল করে তুলেছে। অক্টোবরের জাতীয় নির্বাচনের আগে তাঁর নেতৃত্বাধীন জোট জনমত সমীক্ষায় পিছিয়ে রয়েছে। কূটনীতিকদের মতে, ২৭ অক্টোবরের ভোটের আগে গাজা নিয়ে বড় কোনও ছাড় দেওয়ার সম্ভাবনা কম। এদিকে, ইজরায়েল যুদ্ধ চালাতে ইচ্ছুক বলেই জানা গিয়েছে।

পাইপবাহিত

প্রথম পাতার বাকি অংশ
অতিরিক্ত যতগুলি নতুন বিলযুক্ত গৃহস্থালি পিএনজি সংযোগ তৈরি করতে পারবে, প্রতিটি অতিরিক্ত সংযোগের জন্য ২০০ এসসিএম দেশীয় উৎপাদিত অপেক্ষাকৃত কম দামের গ্যাস বরাদ্দ পাবে। ছয় মাসের কর্মপর্বে প্রকল্পটি দুটি ধাপে বাস্তবায়িত হবে। অতিরিক্ত এই গ্যাস সিটি গ্যাস সংস্থাগুলির পরিবহণ খাতে বর্তমানে ব্যবহৃত তুলনামূলক ব্যয়বহুল তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি অংশের বিকল্প হিসেবে কাজ করবে। ফলে সংস্থাগুলির সামগ্রিক গ্যাস সংগ্রহের খরচ কমেবে। সরকারের হিসাব অনুযায়ী, এই খরচ সাশ্রয়ের ফলে গৃহস্থালি পিএনজি সংযোগ তৈরিতে সংস্থাগুলির বিনিয়োগের টাকা ফেরত পাওয়ার সময় প্রায় ১০ বছর থেকে কমে প্রায় ৩ বছর হতে পারে। এর ফলে সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন সংস্থাগুলির কাছে দ্রুত নতুন সংযোগ দেওয়ার জন্য শক্তিশালী আর্থিক প্রণোদনা তৈরি হবে।

বৃক্ষরোপণের

প্রথম পাতার বাকি অংশ
মাধ্যমে গাছ লাগানো এবং পরবর্তী সময়ে চারাগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হবে। আগামী কয়েক মাসে রাজ্য সরকারি এই প্রকল্পের আওতায় ১২,০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত কাজ হাতে নিতে পারবে বলে পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি পঞ্চায়েতকে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাজ দেওয়ার লক্ষ্যও রয়েছে। শুধু সরকারি জমি বা নির্দিষ্ট বৃক্ষরোপণ ক্ষেত্রেই নয়, নির্মাণ প্রকল্পের ক্ষেত্রেও সবুজায়নকে গুরুত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। রাজ্য সরকার নির্মাণস্থলের এক-তৃতীয়াংশ অংশ সবুজায়নের জন্য সংরক্ষণ করার বিষয়েও জোর দিয়েছে। তবে শুধুমাত্র চারা রোপণ করলেই কর্মসূচির উদ্দেশ্য পূরণ হবে না—এই বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। রোপণের পর চারাগুলির দু’ থেকে তিন বছর পর্যন্ত নিয়মিত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি চারার বেঁচে থাকা এবং পূর্ণাঙ্গ গাছে পরিণত হওয়াকেই কর্মসূচির সাফল্যের অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০২৬ ও ২০২৭ মিলিয়ে এই বৃহৎ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের সবুজ আচ্ছাদন বাড়বে।

নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য

প্রথম পাতার বাকি অংশ
এবং আফগান জনগণের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। ভারতের হয়ে অনুষ্ঠানে বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্মসচিব আনন্দ প্রকাশ উপস্থিত ছিলেন বলে তিনি জানান। জয়সওয়াল বলেন, গত এক বছরে কূটনৈতিক যোগাযোগ, মানবিক সহায়তা এবং উন্নয়ন সহযোগিতার মাধ্যমে আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরও সক্রিয় হয়েছে। ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে কাবুলে ভারতের প্রযুক্তিগত প্রতিনিধিদপ্তরকে দূতাবাসে উন্নীত করা হয়েছে এবং তার প্রধানকে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আফগানিস্তানে মহিলাদের পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের পূর্বঘোষিত অবস্থানের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। অনুষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিতির বিষয়টিও উল্লেখ করেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র। ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে ভারত। একই সঙ্গে উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে সম্ভব সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার প্রস্ততির কথাও জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। জয়সওয়াল বলেন, ভারত ইন্দোনেশিয়ার পাশে রয়েছে এবং দেশটির উদ্ধার ও ত্রাণ প্রচেষ্টায়

প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত। ইন্দোনেশিয়ার কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ আগস্ট পূর্ব নুসা তেংগারার অঞ্চলে ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে ৭০ জনের মৃত্যু এবং ১৩২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ৪০ জনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ এখনও আশ্রয়কেন্দ্রে রয়েছেন। ভূমিকম্পের পর ফ্লোরেন্স অঞ্চলে হাজার হাজার পরাধাত অনুভূত হয়েছে। দুর্গম এলাকাগুলিতেও উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে এবং চিকিৎসাকর্মীদের পৌঁছে দেওয়া ও আহতদের সরিয়ে আনার কাজে হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, নিহতদের পরিবারের প্রতি ভারত সমবেদনা জানিয়েছে এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছে। একই সঙ্গে উদ্ধার ও ত্রাণকাজে নিয়োজিত কর্মীদের নিরাপত্তার জন্যও প্রার্থনা করেছে ভারত। রণধীর জয়সোয়ালের একাধিক বিবৃতিই প্রমাণ, ভারত আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলিকে রীতিমতো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। বিশেষত ডিসেম্বরের আগে শেখ হাসিনা ইস্যুকে কীভাবে ভারত প্রতিহত করে, সেই দিকেই তাকিয়ে দেশগুলি।

কমিষন

শমিত

